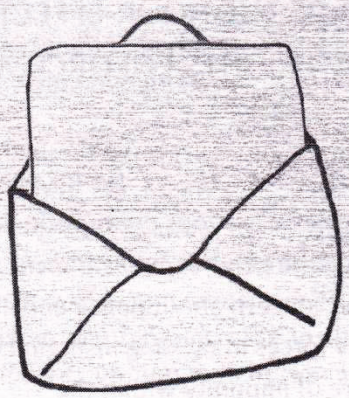

খোলা চিঠি-------

স্নেহের মৃত্যুহীন
সুদীপ্ত,

জানি তুমি আছ কি নিশ্চিতলোকে বাতিওয়ালার কাজে নিযুক্ত। সেদিন নব বসন্তের কিশলয়গুলি যখন আন্দোলিত হচ্ছিল এক আসুরিক বাত্যবিক্ষুব্ধে, রবি ঠাকুরের গান দরাজ গলায় আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছিল- যাও গো এবার যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও' তখন ফিঙে পাখির মতো লাল ফিতে দুলিয়ে তুমি ফিরছিলে। তোমার প্রতিবাদের ভাষা প্রতিরোধের আগুন হয়ে তিমির হননে ছিল ব্যস্ত। সেদিন বুকে ছিল একরাশ স্বপ্ন আর প্রত্যাশা। তোমার পাহাড় টলানো যৌবন এক অসহ্য যন্ত্রনায় মাথা কুটে মরছিল নিরবে, নিভৃতে। কখন দূরীভূত হবে কালো রাত্রির ছায়া, তোমার চেতনার নিলীমা হবে অরুণ রঙে রঞ্জিত, সেই ভাবনায় তুমি ভাবিত ছিলে। এমন এক সময় ঘাতকের সেপাই চালানো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। পৃথিবীর আদিমতম বর্বরতা হার মানলো ওদের কাছে। এক সময় বাতাস গেলো থেমে, কুহু-কেকারা গেল বোবা, গঙ্গাঁর ঢেউ আছড়ে পড়লো, আর তুমি তখন চির প্রশান্তির ওপারে।

জানো সুদীপ্ত, মেসোমশাই যখন সকালের গরম ভাত-ডাল-আলুভাজা দিয়ে তোমায় পরম মমতায় খাইয়ে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, আমার সোনার ছেলে স্বরাজ আনবে বলে, তখনও তিনি জানতেন এ পথ বন্ধুর। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্যসেনের বাবা, রহিম, সালাম, বরকতের বাবা আর আমার লাল ঘোড়া সুদীপ্তের বাবারা যে বীরপিতা। তাইতো তুমি চলে যাওয়ার পর মেসোমশাই এতোটুকু কাঁদেন না। বলেন আমার এক ছেলে ছিল আজ সে লক্ষ লক্ষ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এই অভাগা দেশের দিকে দিকে।

জানো তুমি চলে যাবার পরে অসংখ্য শিমূল পালিশ ফুটেছিল। কাল বৈশাখীর আগাম আগমন ঘটেছে এই পুরা দেশে। ঐ অন্ধকারের জীবেরা খোলস পাল্টে এসেছিল তোমাদের বাড়ী। আলু-পটলের মতো কিনতে চেয়েছিল তোমার মৃত্যু। কিন্তু মেশোমশাই, যার ঔরসজাত তুমি, যিনি তোমায় হাটি-হাটি-পাপা শিখিয়ে ছিলেন, তার দৃপ্ত ঘোষনা- 'সুদীপ্তরা বিক্রি হয় না'-

সুদীপ্ত তুমি ওদের ক্ষমা কোরনা। তোমার চেতনায় আসমুদ্র হিমাচল আজ উথাল-পাতাল। সেই ঢেউয়ে দেখছি আমাদের সুদীপ্তের মুখ। আমি নিশ্চিত তোমার সাথে আবার দেখা হবে। হ্যাঁ- হবেই। তুমি যে নচিকেতা। যখনই নদী কলকল রবে বইবে না, যখনই পাখি গান গাইবে না, যখনই নব জাতকের কান্না ধ্বনিবে না, যখনই সব গান থামিয়ে দেবার চেষ্টা হবে, তখনই তুমি আসবে, আর বলবে-
'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান'।

প্রতি
সুদীপ্ত গুপ্ত
ভারতবর্ষ

ইতি তোমারই
স্বপ্ন সহচর
রঞ্জিত পুরকায়স্থ
ধর্মনগর।

(সুদীপ্ত গুপ্তের মৃত্যু পর লেখা)